পবিত্র ঘরে অপবিত্র যাত্রা

কর্ণফুলী'র আক্ষেপ

"কোথায় চলেছ রানী - - -", কাঁধ ঘুরে দেখা গেল, না গভীর রাতের কোন যাত্রার সংলাপ নয় এটি, জুম্মাবার ঠিক ভরদুপুরে সিডনীর দুই বাংলাদেশী মুসল্লি বন্ধুর কথপোকথনের একটি অংশমাত্র। এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে প্রশ্ন করছেন -

> "কোথায় চলেছ রানা?"
> "নামাজ পড়িতে"
> "আমি কি পারিনা তোমার সাথে যেতে?"
> "না, কারন তুমি আছ 'তবলীগে' আর আমি আছি 'জামাতে'। তোমার সালাতের স্থান হবে অন্য মসজিদে, নয় হেথায় যাচ্ছি আমি যেথায়। - - - -"

সুধী বিশ্ব বাংলাভাষী পাঠক, আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আমাদের সিডনীস্থ একমাত্র বাংলাদেশী মসজিদটি নিয়ে দেশীয় কায়দায় এখন দুটি পক্ষের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধকর দড়ি টানাটানি চলছে। এ টানাটানি দেখে আতংকিত বাংলাভাষী মুসল্লিরা দু'হাত তুলে করুনাময়ের কাছে অশ্রুসিক্ত নয়নে এখন প্রার্থনা করছেন যেন দড়িটির প্যাঁচ কঠিন ও আরো শক্ত হয়। কারন দড়ি শক্ত হলে প্রতিযোগিতায় যেকোন এক পক্ষ জিতবে এবং টেনে আনবে বিরোধী পক্ষকে নিজ কক্ষে। আর তা নাহলে মাঝখানে দড়িটি ছিঁড়ে দু'পক্ষই ভুপাতিত হবে দুদিকে, থাকে হতাহত হবার আশংকা। যা অতীতে হয়েছিল লন্ডন ও নিউইয়র্কের বাংলাদেশী মুসল্লীদের মাঝে। 'তালেবান ও আলকায়দা' অপবাদে আখ্যায়িত করে স্বদেশী একে অপরকে এফ.বি.আই ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কাছে ফাঁসিয়ে দিয়েছিলেন নিষ্ঠুরভাবে।

পামীর মালভুমিতে তালেবান শিশুদের দড়ি-টানা প্রতিযোগীতা

সম্প্রতি লন্ডনে দুজন মুসলমান বাঙালীকে অহেতুক গ্রেফতার ও ধারাবাহিক নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত বৃটিশ পুলিশ বিভাগের ভুল স্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা আমাদেরকে প্রবাসে আন্তঃকলহের কথা পুনরায় মনে করিয়ে দিয়েছিল। ইসলাম চর্চা ও আল্লাহর দীদারের লোভে এখন খৃষ্টীয় দেশগুলোতে হরহামেশা বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে চলছে স্নায়ু যুদ্ধ ও দড়ি টানাটানি। মসজিদ নিয়ে সিডনীতে ঠিক সেভাবেই পরবাসী বাংলাদেশী দু'পক্ষের মামলা চলছে এবং বর্তমানে তা অষ্ট্রেলিয়ার সুপ্রীম আদালতে বিচারাধীন আছে।

মসজিদ বিষয়ে গত হপ্তায় আমরা একটি ঘোষনা দেয়ার পর অষ্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন শহর থেকে আমাদের বহু পাঠক ইমেইল ও দুরালাপনিতে আমাদের কাছে তাদের শুভেচ্ছা, উষ্মা ও ক্ষোভ জানিয়েছেন। ইট্‌লি'র ভেনিস থেকে মাহমুদা বেগম, দঃ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গ থেকে

আবদুল কাদের ও ল্যাটিন এ্যামেরিকার ইকুয়াডর এর দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর গুয়েকুইল থেকে ইমেইলে আয়ুব হারুন 'সিডনীতেও মসজিদ নিয়ে দলাদলি' শুনে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অনেকে ফোনে দু'পক্ষকেই দায়ী করে অশ্লীল ভাষায় খিস্তি খেউড়েছেন। সিডনীতে ক্ষোভের সাথে দু'জন জানিয়েছেন তারা প্রয়োজনে নামাজ ছেড়ে দেবেন তবুও কুচক্রি ও নাহ্লতের তবকধারী ঐ ব্যক্তিদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে কোন মসজিদে নামাজ পড়বেন না। কেউ কেউ তাদের কণ্ঠে আরো এক ডিগ্রী উত্তাপ মিশিয়ে বলেছেন প্রয়োজনে দেশে কন্যাদায়গ্রস্থ দরীদ্র কোন পিতামাতা অথবা কোন অসহায় এতিমকে দান-খয়রাত করবেন তবুও ভবিষ্যতে নুতন কোন মসজিদ গড়ার জন্যে সিডনীতে কখনো তাদের কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে এক ডলারও চাঁদা দেবেন না। প্রথমোক্ত দানে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহর 'নেক নজর' পাওয়া যায় কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত দানে নুতন কোন মসজিদ গড়ে পুনরায় বাংলাদেশীদের মধ্যে হানাহানি ও ইন্ধন চালু করে আল্লাহর দীদার থেকে বঞ্চিত হতে হবে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন।

গেল হপ্তায় আমরা একটি পক্ষের প্রধান ও বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা ডঃ রশিদ রাশেদ-এর কাছে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলাম এবং ঘোষনা দিয়েছিলাম যে এই সপ্তাহে তাঁর বক্তব্য কর্ণফুলিতে ছাপানো হবে । আমরা তাঁর একটি বক্তব্য হাতে পেয়েছি। ডঃ রাশেদ আমাদের সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো একটি বয়ান আকারে পরভাষাতে লিখে পাঠিয়েছেন। সাধারণ বাংলাভাষীদের কথা বিবেচনা করে প্রথমে তা অনুবাদ করে আমরা ছাপাবো বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু অনুবাদের কারনে ব্যাপক সতর্কতা রাখা সত্বেও শব্দ প্রক্ষালন ও বাক্য চয়নে তারতম্য দেখা দিতে পারে আশংকা করে কর্ণফুলী'র সম্পাদকীয় উপদেষ্ঠা পরিষদের দু'জন সদস্য এবং সর্ববরেণ্য একজন প্রবীণ অষ্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (বাংলাদেশী) ডঃ রাশেদের বক্তব্যটি 'ভারবাটিম' (হুবাহু) ছাপিয়ে দেয়ার জন্যে তাদের মতামত দেন। পাঠকবৃন্দ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে আমরা পারত পক্ষে পরভাষাকে কর্ণফুলীতে আনতে চাইনা। তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাঠকদের বোধগম্যতার কথা বিবেচনা করে আমরা 'কেদারা'র স্থলে 'চেয়ার' অথবা 'জমির চৌহদ্দী সীমা'র স্থলে 'আইল' লিখতে বাধ্য হই। তবে অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদ ও বানান সংকট আমাদের লেগে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আশাকরি আমাদের এ অযোগ্যতা আপনারা বিনয়ের চোখে দেখবেন।

মা, মাটি ও দেশকে ভালোবাসার পূর্বশর্ত হলো নিজের ভাষাকে শ্রদ্ধা ও সঠিকভাবে লালন করা। শুধু মুখে নয়, কর্ণফুলী তা লিখিতভাবেই প্রতিনিয়ত প্রমান করে যাচ্ছে। অগনিত পাঠকরা এক বাক্যে নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করেছেন যে, 'অষ্ট্রেলিয়ার আর কোন অনলাইন বাংলা ম্যাগাজিন যা কখনোই পারেনি (এবং পারবেনা) কর্ণফুলী তা একাই চেষ্টা করে সেই ভাষাপ্রীতি প্রমান করছে।' পরবাসে নিজ ভাষা চর্চা করার মধ্যে অনাবিল যে আনন্দ তা কোন অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করার সম্ভব নয়। আমরা অনুরোধ করবো ভবিষ্যতে যেকোন ব্যক্তি অথবা সংগঠন তাদের কাঙ্খিত বক্তব্য অথবা যেকোন প্রতিবেদন শুধুমাত্র মার্তৃভাষা বাঙলাতেই কর্ণফুলী'তে ছাপতে পাঠাবেন, আর তা নাহলে সে লেখা বাতিল বলে পরিত্যাক্ত হবে।

পরিশেষে আমরা কর্ণফুলী পরিবার থেকে অদৃশ্য মহাশক্তির কাছে দু'হাত তুলে সিডনীস্থ বাংলাদেশী মসজিদ বিষয়ক সকল দ্বন্দ ও সংঘাতের আশু সুরাহা কামনা করি। দৈনন্দিন চলার পথে গোপনে পরস্পরের পেতে রাখা খেঁজুর কাঁটাগুলো অতিসত্বর উদারতার সাথে খুঁটে-খুঁটে তুলে নেয়ার জন্যে তিনি যেন বিবাদমান উভয় পক্ষকে হেদায়েত করেন। শুধু খাদ্যের 'হারাম

হালাল' নয় বরং নিজের রুজি-রোজগার কতটুকু 'হালাল' তা অনুধাবন করার মত তৌফিক ও বুদ্ধি এই বিবাদমান উভয় পক্ষকে তিনি যেন দেন। মসজিদ নয় বরং মানবতা ও ইজ্জতের প্রতি যেন তাদের বিবেক জাগ্রত ও সচেতন হয়। পরম করুনাময়ের রহমত ও নেক্‌নজর যেন বিবাদমান উভয় পক্ষের উপর সমান ও নিরপেক্ষভাবে বর্তিত হয়। ছুম্মা আ-মি-ন।

কর্ণফুলী'র আক্ষেপ

মাওলানা ডঃ রশিদ রাশেদের প্রেরীত বক্তব্যটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন